পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা-৫"**

বর্তমান যে এলাকাটিকে ট্রান্সজর্দান (**Trans Jordan**) (شرق أردن) বলা হয়, সেখনেই ছিল লুত জাতির বাসস্থান। ইরাক ও ফিলিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদুমকে (Sadom) এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমুদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনি শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি লুত সাগর নামে পরিচিত।

হযরত লুত (আ:) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে সফর করে দাওয়াত ও তবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সামুদবাসীদের সাথে সম্ভবত তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।এ জাতির অনেক নৈতিক অপরাধ ছিল, তার মধ্যে সমকামিতার উল্লেখ বিশেষভাবে আল কুরআনে করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। তারা এই জঘন্য অসৎকর্মের মধ্যে এতদুর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজ তাদের সহ্যের বাইরে। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়. পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কোন মামলা রাসূল (স:) এর কাছে আসে নি। তাই শাস্তি কিভাবে দিতে হবে অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারে নি। শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা (রা:) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত:

اقتلو الفا عل والمفعول به

এ অপরাধী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

يحصنأ أحصناأولم

বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।

فأر جموالا علي الاسفل

ওপরের এবং নিচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো। ইমাম আবু হানিফা (রা:) আর মোতে, এ অপরাধের কোন দন্ডবিধি নির্ধারিত নেই। বরং সরকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ملعون من أتي المراة في دبرها

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশে যৌনসঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

আল্লাহর ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করা তথা সমস্ত কার্য সম্পাদন করা মুমিনদের কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> সূরাঃ আয-যারিয়াত

১. ইব্রাহিম বললো, হে প্রেরিত ফেরেস্তারা, আপনারা বিশেষ কি দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন।

ইব্রাহীম বললঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩১)

২. তারা বললো, আমাদের পাঠানো হয়েছে, অপরাধী লুত সম্প্রদায়ের প্রতি।

তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩২)

৩. তাদের উপর পোড়া মাটির ঢিল নিক্ষেপ করার জন্যে।

যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩৩)

৪. সেগুলো সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে।

যা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আপনার পালনকর্তার কাছে আছে। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩৪)

৫. সেখানে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে আমরা বের করে এনেছিলাম ।

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩৫)

৬. আর সেখানে আমরা একটির বেশি মুসলিম পরিবার পাই নি ।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩৬)

৭. যারা যন্ত্রনাদায়ক আযাবকে ভয় করে, তাদের জন্যে আমরা সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি ।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (সূরাঃ আয-যারিয়াত ৫১:৩৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> সূরাঃ আল-কামার

৮. লুতের কওমও সতর্কবাণী সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল ।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৩)

৯. আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচন্ড ঝড়, তবে লুত পরিবারকে রক্ষা করেছিলাম। তাদের আমরা উদ্ধার করেছিলাম সেহেরীর সময় (শেষ রাত)।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচন্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৪)

১০. আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে। যারা শোকর আদায় করে, আমরা এ ভাবেই তাদের পুরস্কৃত করি।

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾

আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবে পুরস্কৃত করে থকি। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৫)

১১. লুত তাদের সতর্ক করে দিয়েছিল আমাদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্কবাণী নিয়ে সন্দেহ করে এবং হয় বিতর্কে লিপ্ত।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

লূত (আঃ) তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করেছিল। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৬)

১২. তারা লুটের কাছে তার মেহমানদের দাবি করে অসৎ উদ্দেশ্যে। তখন আমরা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, স্বাদ গ্রহন করা আমার আজাবের এবং সতর্কবাণী অমান্য করার পরিনতি।

وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

তারা লূতের কাছে তার মেহমানদেরকে অসৎ উদ্দেশ্যে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৭)

১৩. একেবারে ভোর বেলায় তাদের আঘাত করে এক অপ্রতিরোধ্য আযাব।

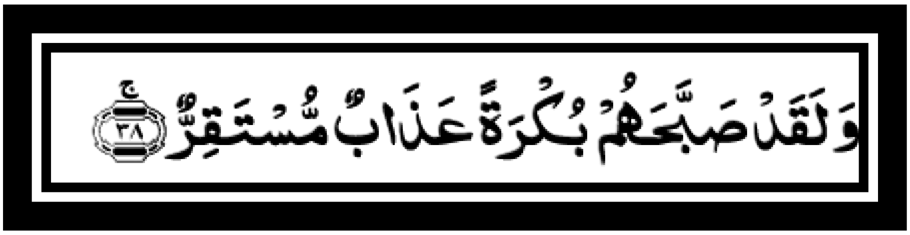

তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৮)

১৪. স্বাদ গ্রহণ করো আমার আযাব আর সতর্কবাণী অমান্য করার পরিণতির।

অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৩৯)

১৫. আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরাঃ আল-কামার ৫৪:৪০)

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা লুত সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা এবং পরিণতিতে আজাব ও ধ্বংস কুরআন মাজীদের ১০টি সুরে ৯০টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন। যারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের জন্যে এ ঘটনা শিক্ষণীয় বিষয়।

সূরা আল কামারের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

আসুন, আমরা কুরআন ভালোভাবে অনুধাবন করি এবং সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করি।
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/